২.৩ প্রেস আইন

ভারতবর্ষে সংবাদপত্রের প্রকাশনার ইতিহাস পর্যালোচনা করার সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রের উপর যে দমনমূলক নীতি বৃটিশ প্রশাসন প্রয়োগ করেছিল তারও আলোচনার প্রয়োজন আছে। সংবাদপত্রের বিকাশ এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা নানাভাবে ব্যাহত হয়েছিল এই দমনমূলক নীতির জন্য। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার গুরুত্ব উপলব্ধি করে রামমোহন রায় ইংরেজ সরকারের দমনমূলক নীতির তীব্র প্রতিবাদ করেন। ১৮২৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রেস অর্ডিন্যান্স জারী করে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করতে চাওয়া হয়েছিল। রামমোহন রায়, চন্দ্র কুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, হরচন্দ্র ঘোষ প্রমুখরা সুপ্রিম কোর্টে এই অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে একটি পিটিশান করেন। সেই আবেদনে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণকে অগণতান্ত্রিক এবং প্রতিক্রিয়াশীল বলে বর্ণনা করা হয়।

১৭৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ওয়েলেসলি প্রথম একজন সরকারি সেন্সর নিয়োগ করেন নিয়ম মেনে প্রকাশনার কাজ পরিচালনা করার জন্যে। ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে হেস্টিংস প্রেস সেন্সর তুলে দেন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮২২ খ্রিঃ বহু ভারতীয় সংবাদপত্র ছাপা হয়। ১৮২৩ খ্রিঃ অ্যাডমের শাসনকালে সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে পুনরায় অর্ডিন্যান্স জারী করা হয়। ভারতীয়দের আবেদন সুপ্রীম কোর্ট

Scanned with CamScanner

খারিজ করে দেয় এবং ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ অবধি প্রেস অর্ডিন্যান্স বলবৎ থাকে। ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে মেকলের সহায়তায় মেটকাফ প্রেসের উপর থেকে নিয়ন্ত্রন তুলে নেওয়ার জন্যে আইন করেন। এই আইন বই এবং পত্রিকা প্রকাশের জন্যে লাইসেন্স নেওয়ার প্রথা তুলে দেয়। এরপর থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বজায় থাকে। কিন্তু মহাবিদ্রোহের পরে লর্ড ক্যানিং পুনরায় Press Act চালু করেন। ১৮৫৭ খ্রিঃ প্রেস আইন যা Gagging Act নামে পরিচিত ছিল সংবাদ পত্রের উপর সম্পূর্ণ সরকারি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। ছাপা বই এবং পত্রিকা বাজেয়াপ্ত করার অধিকার দেওয়া হয় সরকারকে। তবে ১৮৫৭ র প্রেস আইন একবছরের জন্য প্রবর্তন করা হয়েছিল। ১৮৬৭ খ্রিঃ The Press and Registration of Books Act প্রনয়ন করা হয় এবং এই আইনের দ্বারা সংবাদপত্র এবং বই ছাপার স্বাধীনতার উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করা হয়।

১৮৭৮ খ্রিঃ The Vernacular Press Act প্রণয়ন করা হয়। সেই সময়ের দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকাগুলির পর্যালোচনা করে গর্ভনর জেনারেল লর্ড লিটন তাদের রাজদ্রোহী মনোভাব সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়েছিলেন। অমৃতবাজার পত্রিকা, বেঙ্গলী ছাড়াও বাংলাভাষায় প্রকাশিত অন্যান্য পত্রিকাগুলিতে ১৮৫৮র Proclamation এ ভারতীয়দের চাকরীর সুযোগ দেয়ার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ , প্রশাসনের উচ্চপদে ইউরোপীয়দের নিয়োগ, হোম চার্জ বাবদ ভারতীয়র উপর অতিরিক্ত আর্থিক চাপ, সম্পদের বহির্গমন এবং সামগ্রিকভাবে ভারতীয়দের দারিদ্র্য নিয়ে সমালোচনামূলক লেখা প্রকাশ করা হত। এই পত্রিকাগুলি শিক্ষিত শ্রেণীর নিতান্ত সংকীর্ণ স্বার্থের কথা বলত না। সমগ্র দেশের চিন্তাভাবনার প্রতিফলন ও প্রকাশ ঘটত এই পত্রিকাগুলির মাধ্যমে। বৃটিশদের বিরুদ্ধে দেশীয় রাজন্যবর্গকে সমর্থন, তুর্কীর সপক্ষে মনোভাব ব্য করার মধ্য দিয়ে এই সংবাদপত্রগুলি তাদের বৃটিশ বিরোধিতাকে আরও স্পষ্ট করে ব্যক্ত করেছিল। এর ফলে লিটন প্রেস আইনের দ্বারা এই বিদ্রোহী চিন্তাধারা নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন। লিটনের Vervacular Press Act এর বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠন করে ইন্ডিয়ান এ্যাসোশিয়েশন এবং অমৃত বাজার পত্রিকা গোষ্ঠী। ইংল্যান্ডেও লিবারালরা এই আইনের নিন্দা করে এবং লিবারালরা ক্ষমতায় আসার পর ১৮৮২ খ্রী. রিপনের সময় এই আইন তুলে দেওয়া হয়। যদিও ১৯০৮ পর্যন্ত সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপরে কোন হস্তক্ষেপ করা হয়নি কিন্তু জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলির সংখ্যাও বাড়তে থাকে এবং ১৯০৮ এ The Newspaper (Incitement to offences) Act চালু করা হয়।১৯১০ খ্রিঃ তৈরি হয় The Press Act। বৃটিশ সরকারের দ্বারা প্রণীত প্রেস আইনগুলির মধ্যে ১৯১০ খ্রিঃ আইনটি ছিল সবচেয়ে কঠোর। প্রেসের উপর প্রশাসনিক ক্ষমতা আরোপ করা হয় আরও কঠোরভাবে এবং কার্যনির্বাহী দপ্তর মোটা অর্থ জামিন রাখার জন্য সংবাদপত্রগুলিকে বাধ্য করতে পারত। জামিনের অর্থও বাজেয়াপ্ত করার অধিকার দেওয়া হয়। এছাড়াও সংবাদপত্রগুলির ছাপাখানাও বন্ধ করে দিতে পারত সরকার। যদিও কোর্টে আপিল করার অধিকার দেওয়া হয় সংবাদপত্রগুলিকে কিন্তু বাস্তবে তাতে বিশেষ ফল হত না। ১৯১০এর আইনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপি প্রতিবাদ হয় এবং ১৯২২ খ্রিঃ Press Law Repeal and ammendment act প্রনয়ন করা হয় যার দ্বারা ১৯১০ এর প্রেস আইন এবং ১৯০৮ এর Newspaper Act বাতিল করে দেওয়া হয়। ১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে পুনরায় সংবাদপত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ হয়। ১৯৩১ খ্রিঃ The Indian Press Emergency Act প্রনয়ন করা হয় এবং ১৯৩২ খ্রী ঃ এই আইনের সঙ্গে যুক্ত হয় Emergency powers ordinances। এই পরিবর্তনের ফলে প্রেস আইন আরও কাঠোর হয়ে ওঠে এবং প্রশাসনের হাতে আরও বেশী ক্ষমতা দেওয়া হয়। আইনটি প্রনয়ন করা হয় প্রেসকে আরও ভালভাবে নিয়ন্ত্রন করার জন্য এবং যে কোন ধরনের বৃটিশ বিরোধী সংবাদ ছাপাকে অপরাধ বলে ধরে নেওয়া হত। সুতরাং ১৯৩০ এর দশক থেকে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অনেকটাই খর্ব হয়েছিল ১৯৩২ এবং ৩৪ এর প্রেস আইন প্রণয়নের ফলে।

Scanned with CamScanner